# মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে উছাইমীন (রহঃ)

(১৩৪৭-১৪২১ হিঃ/ ১৯২৭-২০০১ খৃঃ)

*- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব**

## ভূমিকাঃ

অন্ধকার প্রদোষের দীপ্ত তারকার ন্যায় সমকালীন বিশ্বে যে ক'জন মহামনীষী স্বীয় জ্ঞান মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে রয়েছেন প্রতিনিয়ত, যাঁরা তাঁদের হেদায়াতের আলোকবর্তিকা দ্বারা বিশ্বজগতকে আলোকিত করার সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন মুসলিম বিশ্বের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন উছমান (রহঃ)। আমরা অতি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, তিনিও সম্প্রতি তাঁর দুই অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায এবং শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর সহযাত্রী হয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না... তাঁর মৃত্যুতে আমরা পিতৃহারার বেদনা অনুভব করছি। আমরা শোকাভিভূত ও আবেগ আপ্লুত এই কারণে যে, আমরা তাঁর দ্বীনী খেদমত থেকে চিরকালের জন্য ইয়াতীম হয়ে গেলাম। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন। আমীন!

দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে তিনি তাঁর অনিরুদ্ধ লেখনী আর সমাধান মূলক ওজস্বিনী বক্তব্যের মাধ্যমে যে বিশাল জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছেন, তার প্রতিটি অনুরণনে অনুরণিত মুসলিম হৃদয়ে তিনি চির জাগরুক হয়ে থাকবেন। জ্ঞানের যে আলোকিত রাস্তায় তাঁর পদচারণা ছিল, সে পথকে আঁকড়ে ধরে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, দেশের দু'একটি ধর্মীয় পত্রিকা ছাড়া অন্য কোন পত্রিকা এই সংগ্রামী মনীষীর মৃত্যু সংবাদ পর্যন্ত উল্লেখ করেনি। কিছুটা দেরীতে হ'লেও আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী ভাই-বোনদের উপকারার্থে সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর কর্মময় জীবন সম্পর্ক আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

## নাম ও বংশ পরিচিতিঃ

তাঁর লক্বব ছিল ওয়াহাইবী ও তামীমী। কুনিয়াত ছিল আবু আব্দুল্লাহ। পুরা নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন উছমান তামীমী আলে উছাইমীন।[১] তিনি ১৩৪৭ হিজরীর ২৭ রামাযান মোতাবেক ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সঊদী আরবের আল-ক্বাছীম প্রদেশের উনাইযা নগরীর 'উশাইক্বির' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃপুরুষগণ নাজদ থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। নাজদের ইলমী এবং ফিকহী জ্ঞানে সমৃদ্ধ গোত্র আলে উছাইমীন, আলে হাসান, আলে ক্বাযী, আলে বাসসাম, আলে মুক্ববিল, আলে যাখের প্রভৃতি গোত্রসমূহ শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী তামীমীর দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাম্বলী মাযহাব ছেড়ে সালাফী দাওয়াতের স্তম্ভে পরিণত হয়। তন্মধ্যে আলে উছাইমীন গোত্রের আধুনিক কালের দীপ্ত প্রতিভা ছিলেন শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ (রহঃ)। তাঁর বংশধারা নিম্নরূপঃ

'মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন উছমান বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আহমাদ বিন মুক্ববিল বিন উক্ববাহ বিন রাজেহ বিন আসাকির বিন বাসসাম বিন উক্ববাহ বিন রীস বিন যাখের বিন মুহাম্মাদ বিন আলুভী বিন ওয়াহাইব বিন ক্বাসেম বিন মূসা বিন সঊদ বিন উক্ববাহ বিন সামী' বিন নাহশাল বিন শাদ্দাদ বিন যুহাইর বিন শিহাব বিন রাবী'আহ বিন আসওয়াদ বিন মালিক বিন হানযালাহ বিন মালিক বিন যায়েদ মানাত বিন তামীম বিন মুর বিন আদ বিন ত্বাবিখা বিন ইল্য়াস বিন মুযার বিন নাযযার বিন সা'দ বিন আদনান'। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই আদনানের বংশধর ছিলেন। মযলূম সংস্কারক ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (১১১৫-১২০৬ হিঃ)-এর বংশধারা মি'যাদ বিন রীস বিন যাখের-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[২]

## প্রাথমিক শিক্ষাঃ

তিনি শৈশব থেকেই খাঁটি ইসলামী পরিবেশে লালিত পালিত হ'তে থাকেন এবং মাত্র ৫ বছর বয়সেই স্বীয় মাতামহ আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান আলে দাফে'-এর নিকট পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন শুরু করেন ও অল্প বয়সেই কুরআনের হাফেয হন। এ সময় তিনি হস্তলিপি, অংকশাস্ত্র এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন।[৩]

## উচ্চশিক্ষাঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ প্রখর মেধা সম্পন্ন, সৎ এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই ইল্ম শিক্ষায় অদম্য অধ্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিতদের মজলিসে ইল্ম শিক্ষায় নিয়োজিত রাখেন। তৎকালীন বিখ্যাত নাজদী পণ্ডিত ও মুফাসসিরে কুরআন শায়খ আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী এবং তাঁর দুই ছাত্র শায়খ আলী বিন হামাদ আছ-ছালেহ এবং শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-মুত্বাউওয়া'-এর নিকট দীর্ঘ ১১ বৎসর যাবৎ আক্বীদা, তাওহীদ, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, ফারায়েয, মুছত্বালাহুল হাদীছ, নাহু, ছারফ প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।[৪] তাঁর শিক্ষক তাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দিতেন। শায়খ নিজেও তাঁকে

---

** দাখিল ফলপ্রার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

*১. মাসিক আর-রিবাত্ব (আরবী), লাহোর, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী '২০০১ ইং, পৃঃ ২১।*

*২. মাসিক নূরে তাওহীদ (উর্দূ), ঝাণ্ডানগর, নেপালঃ ১৩ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃঃ ১৫-১৬।*

*৩. প্রাগুক্ত; সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান (কুয়েত) ১২৯ সংখ্যা পৃঃ ৩, সেখানে 'আলে দামেগ' বলা হয়েছে।-লেখক।*

*৪. সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান পৃঃ ৩; মাসিক আর-রিবাত্ব, পৃঃ ২১।*

খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি দরস দান, ইল্ম অর্জন ও ছাত্রদের নিকট উদাহরণ পেশের ক্ষেত্রে শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দীর প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছি। একইভাবে শায়খের অনুপম চরিত্র মাধুর্যেও প্রভাবিত হয়েছি। তিনি ছিলেন যেরূপ বিশাল জ্ঞানের অধিকারী, তদ্রুপ ছিলেন একজন খাঁটি আবেদ ব্যক্তি। তিনি সর্বদা বড়দের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন এবং ছোটদের সাথে কৌতুক করতেন। তাঁর ন্যায় সুন্দর চরিত্রের অধিকারী আমি আর কাউকে দেখিনি'।[৫]

এভাবে শৈশব থেকেই তিনি দ্বীনী ইলমের প্রতি গভীর আগ্রহী হয়ে উঠেন। জ্ঞানের প্রতি প্রবল স্পৃহাই তাঁকে পরবর্তীতে বিশ্বসেরা আলেমে দ্বীনের স্তরে আসীন করে। যখন সঊদী আরবে ইউনিভার্সিটি ও কলেজ সমূহ প্রতিষ্ঠিত হ'তে শুরু করে, তখন ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে রিয়াদ গমন করেন। সেখানে তিনি জগত বিখ্যাত পণ্ডিত শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের নিকট ছহীহ বুখারী এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্র কিছু মূল্যবান কিতাব অধ্যয়ন করেন।[৬] শায়খ বিন বায (রহঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, 'আমি তাঁর নিকট থেকে তিনটি বিষয়ে প্রভাবিত হয়েছি। এক- হাদীছ শিক্ষায় কঠোর সাধনা। দুই- বিশুদ্ধ চরিত্র অর্জন ও তিন- জনগণের জন্য হৃদয়কে প্রসারিত করা'।[৭]

এ সময় ১৩৭২ হিজরীতে রিয়াদে সরকারী ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি সেখানে ভর্তি হন। অতঃপর প্রতি ক্লাসে ডবল প্রমোশন নিয়ে কলেজ স্তরে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কলেজে শরী'আহ ফ্যাকাল্টিতে প্রাইভেটে লেসান্স ডিগ্রী অর্জন করেন।[৮] পরবর্তীতে তিনি সেখানকার শিক্ষক নিযুক্ত হন।[৯]

### শায়খের বিশিষ্ট শিক্ষক মণ্ডলীঃ

রিয়াদে এবং উনাইযাতে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি যে সকল বিদ্বানের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান হ'লেন-

(১) শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী (রহঃ) (১৩০৭-১৩৭৬ হিঃ)। যিনি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان -এর রচয়িতা। তার অন্য একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হ'ল طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মূল্যবান ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহ রয়েছে।

(২) সঊদী আরবের সাবেক মুফতীয়ে 'আম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) (১৩৩০-১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ ইং)। যিনি সঊদী আরবের 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদে'র প্রধান ছিলেন।

(৩) শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ) (১৩২৫-১৩৯৩ হিঃ)। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য এই অধ্যাপক বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -এর প্রণেতা। রিয়াদে মা'হাদ আল-ইলমীতে থাকাকালীন সময় শায়খ উছাইমীন তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন।

(৪) শায়খ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন আওদান (রহঃ) (১৩১৫-১৩৭৪ হিঃ)। (৫) শায়খ আলী বিন হামাদ আছ-ছালেহী (সম্ভবতঃ জীবিত)। (৬) শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-মুত্বাউওয়া' (রহঃ)। (৭) শায়খ আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান আলে দামেগ (রহঃ)।[১০]

### কর্মজীবনঃ

রিয়াদ থাকাকালীন সময়েই তিনি ইমামত ও খিত্বাবত-এর শুভ সূচনা করেন। পরবর্তীতে ১৩৭৬ হিজরীতে উনাইযার বিখ্যাত পণ্ডিত শায়খ উছাইমীনের প্রিয় উস্তায শায়খ আব্দুর রহমান সা'দীর মৃত্যুর পর উনাইযার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ইমামত এবং খিত্বাবাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে সর্বপ্রথম খুৎবা দেন ২রা রজব ১৩৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি তাঁর শিক্ষক শায়খ বিন বাযের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আক্বীদা সংশোধন, সৎ কাজের নির্দেশ, অন্যায় কাজের নিষেধ, ইলমে দ্বীন শিক্ষার ফযীলত প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য পেশ করতেন। ইমামতিতে নিয়মিত না হ'লেও খিত্বাবাতের দায়িত্ব মৃত্যু পর্যন্ত একটানা ৪৫ বছর যাবৎ নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।[১১] দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত মানুষ তাঁর জুম'আর খুৎবা শুনতে আসত।[১২]

সালাফে ছালেহীনের যোগ্য উত্তরসূরী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আলে উছাইমীন কখনো সরকারী চাকুরীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি সর্বদা নিজেকে দ্বীনের খাদেম ভেবে এসব দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইতেন। তবে তিনি শুধু

---

৫. *প্রাগুক্ত।*
৬. *মাসিক আদ-দা'ওয়াহ, লাহোরঃ ১২শ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃঃ ১৬; মাসিক শাহাদত, ইসলামাবাদঃ ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৩১।*
৭. *মাসিক আর-রিবাত্ব।*
৮. *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ২য় সংখ্যা ২০০১, পৃঃ ২৮১; গৃহীতঃ দৈনিক আল-জাযিরা, রিয়াদ, ১২ই জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ১২।*
৯. *মাসিক আদ-দা'ওয়াহ।*
১০. *সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান।*
১১. *মাসিক আদ-দা'ওয়াহ।*
১২. *সাপ্তাহিক তর্জুমান, দিল্লীঃ ২১ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, ২৬শে জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৩১।*

মাত্র তাদরীসী খেদমতের জন্য ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ক্বাছীম শাখায় 'কুল্লিয়া শারী'আহ ও উছূলুদ্দীন' বিভাগে দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবত অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে তিনি সঊদী আরবের 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদে'র সদস্যপদ লাভ করেন।[১৩] তিনি উনাইযাতে جماعة تحفيظ القرآن الكريم -এর প্রধান ছিলেন। এছাড়া نور على الدرب নামক বেতার প্রোগ্রামেরও সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি এর মাধ্যমে সমাজ সংশোধন মূলক বক্তব্য রাখতেন। এছাড়াও দেশ-বিদেশের বহু সংস্থার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।[১৪]

**শিক্ষাদান কার্যক্রমঃ**

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আলে উছাইমীন ১৯৫১ সাল থেকেই বিভিন্ন মসজিদে তিনি তাদরীসী কার্যক্রম শুরু করেন।[১৫] তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে উনাইযার বড় মসজিদে তিনি দরস দিতেন। সে সময় হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্র তাঁর দারসে যোগদান করত। কিছু কালের মধ্যে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে উনাইযার বড় মসজিদে তাঁর দরসে নিয়মিত ছাত্রসংখ্যা গড়ে প্রতিদিন ৫০০ ছিল। তিনি রামাযানের শেষ দশকে মক্কায় মাসজিদুল হারামে দরস দিতেন। এ সময় লক্ষাধিক ছাত্র এবং সাধারণ জনতা তাঁর ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য শুনে পরিতৃপ্ত হ'ত।[১৬] তাঁর নিকটে সারা বছর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। বিগত চার বছর যাবত তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে ক্বাছীমে ছাত্রদের জন্য পাঁচ সপ্তাহের বিশেষ ট্রেনিং কোর্স চালু করেছিলেন। যেখানে সঊদী আরব সহ উপসাগরীয় দেশ সমূহের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যোগদান করত। গত বছর এদের সংখ্যা ছিল ৫০০-এর অধিক ছাত্র ও ৬০-এর অধিক ছাত্রী। এদের থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার শায়খ উছাইমীন নিজেই বহন করতেন'।[১৭]

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ে। তবুও চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং বাদশাহের অনুরোধ উপেক্ষা করে অগণিত ছাত্রের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তৃতা দান অব্যাহত রাখেন। গত রামাযানে রিয়াদ হাসপাতাল থেকে মক্কায় আগমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে সবাই তাঁকে এ সফর স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আদর্শ শিক্ষক শায়খ উছাইমীন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি বলেন, এ রামাযানই হয়ত আমার জীবনের শেষ রামাযান হবে। অতঃপর তাঁকে মক্কায় আনা হয়। সেখানে হারামে অবস্থানকালে একাধিকবার তিনি জ্ঞান হারান। কিন্তু জ্ঞান ফিরলেই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর মূল্যবান ওয়ায-নছীহত অব্যাহত রাখতেন। মাসজিদুল হারামের লাখ লাখ মুছল্লী তাঁর এ বক্তব্য শ্রবণ করতেন।[১৮]

তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে যেকোন বিষয় সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আর কোন বিষয় একবার সংকল্প করলে তা থেকে পিছপা হতেন না। এ নীতি তিনি শরী'আতের মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতেন। যেমন কোন ছাত্র/গবেষক যখন কোন হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করতেন অথবা সমকালীন কোন আলেমের উক্তি পেশ করতেন, তখন সেই ছাত্র বা গবেষককে পুনরায় গবেষণা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তিনি বাধ্য করতেন। নিজে প্রথমে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতেন না। নিঃসন্দেহে এটি গবেষকদের জন্য সর্বোত্তম পন্থা।[১৯]

ছাত্রদেরকে প্রায়ই তিনি শরী'আতের মাসআলা-মাসায়েল অনুসন্ধানে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করতেন এবং সত্য ও সঠিক মতের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিতেন।[২০]

শায়খের এক ছাত্রের বর্ণনা মতে জানা যায়, দীর্ঘ ১৮ বছরে তিনি ৫ পারা কুরআনের তাফসীর করতে সক্ষম হন। তার মতে ধারাবাহিক তাফসীর করলে এই হিসাবে পুরা কুরআনের জন্য ৬০ বছর সময়ের প্রয়োজন ছিল। শায়খ তাফসীর ক্লাসে ভাষা, ব্যকরণ, আক্বীদা এবং ফিক্বহী মাসায়েল সবিস্তারে আলোচনা করতেন। যার কারণে এত সময়ের প্রয়োজন হ'ত।[২১]

শায়খের শিক্ষাদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কোন প্রশ্নকারী যখন কোন প্রশ্ন বুঝাতে অসমর্থ হ'ত, তখন তার প্রশ্ন বুঝে নিয়ে ছাত্রদের সহ সাধারণ জনগণকে পুনরায় ভালভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তারপর তার উত্তর প্রদান করতেন। এতে সকলেই প্রশ্নানুযায়ী উত্তর বুঝতে সমর্থ হ'ত।

ফৎওয়া দানকালে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, যেকোন বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ পেশ করা। আর তা অবশ্যই দলীল ভিত্তিক হ'ত।[২২]

**দাওয়াতী খেদমতঃ**

সঊদী আরবের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বছরে একবার করে বক্তব্য রাখতেন। বিশেষ করে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে একাধিকবার বক্তব্য পেশ করতেন। এ সমস্ত সেমিনারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিতের আগমন ঘটত। বিশেষ করে মদীনার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাঁর ভক্ত দ্বীন শিক্ষার্থীরা তাঁর আলোচনা শুনতে আসত।[২৩]

**চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ**

সঊদী আরবে আলেমদের দ্বীনী খেদমতের জন্য সরকারের পক্ষ হ'তে প্রচুর সম্মানী দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে তিনি বহু সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আড়ম্বরহীন গৃহে বাস করতেন। একবার সঊদী আরবের সাবেক বাদশাহ খালিদ বিন আব্দুল আযীয তাঁর বাড়ী সংস্কার করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন এবং বহু অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

---

১৩. *মাসিক আর-রিবাত্ব।* ১৪. *সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান।*
১৫. *মাসিক শাহাদত।* ১৬. ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, রাজশাহী পৃঃ ২৮৪।
১৭. *মাসিক শাহাদত।* ১৮. ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, রাজশাহী পৃঃ ২৮৪।

১৯ ও ২০. *প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯২।* ২১. *প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৮।*
২২. *মাসিক আর-রিবাত্ব, পৃঃ ১৮।* ২৩. *আদ-দা'ওয়াহ পৃঃ ১৭।*

কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে নিজের ছাত্রদের জন্য মসজিদের পার্শ্বে একটি বিল্ডিং তৈরী করে দেওয়ার আহ্বান জানান। অবশেষে বাদশাহ খালিদের হুকুমে মসজিদকে আরো প্রশস্ত করে তার পার্শ্বে একটি ছাত্রাবাস নির্মান করা হয়। তিনি শুধু এইদিকে মনোযোগ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং সর্বদা ছাত্রদের আর্থিক দিকেও খেয়াল রাখতেন। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বই ক্রয়ের জন্য তিনি অনেক সময় নিজ পকেট থেকে তাদের আর্থিক সহযোগিতা করতেন। এমনকি ছাত্রাবাসে তিনি তাদের জন্য একটি খোলা ড্রয়ারে টাকা-পয়সা রেখে দিতেন। যেখান থেকে ছাত্ররা তাদের প্রয়োজন মত খরচ করত। ছাত্রদের সাথে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি কখনো বড় বড় পদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না।[২৪] সেজন্য সঊদী আরবের সাবেক মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়েখ (১৩১১-১৩৮৯ হিঃ) তাঁকে আল-আহসা প্রদেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ করলে তিনি বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন।[২৫]

**এক ইলমী মসলিসের ঘটনাঃ**

১৪৯৮ হিঃ মোতাবেক ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালীন ছুটির কিছু আগে লাহোরের খ্যাতনামা আলেম মাওলানা যাফর ইকবাল তাঁর মসলিসে যোগদান করেন। মসলিসটি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এই মসলিসে শায়খ আব্দুল মুহসিন বিন হামাদ আল-'আব্বাদ, শায়খ আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনুল উছাইমীন উপস্থিত ছিলেন।

মজলিসে জনৈক ছাত্র 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাতে'র ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এক চমৎকার বক্তব্য পেশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, অনেকে ধারণা করেন যে, সত্তাগত দিক দিয়ে মহান আল্লাহ আরশে অবস্থান করছেন। কিন্তু ইলমী দিক দিয়ে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ সমস্ত ধারণা মু'তাযিলা, জাহমিয়া, মুশাব্বিহা এবং মাতুরিদিয়া ফেরকা হ'তে উদ্ভূত। আসল কথা হ'লঃ আল্লাহ তা'আলা আরশে সেভাবেই আছেন, যেভাবে থাকার তিনি যোগ্য (كَمَا يَلِيْقُ بِجَلَالِهِ)। অর্থাৎ যেভাবে থাকলে তাঁর মর্যাদার খেলাফ না হয়, আরশে তিনি সেভাবেই অবস্থান করছেন। কেননা আমরা তাঁর সম্পর্কে জানি না, তিনি এ বিষয়কে আমাদের নিকট থেকে অজ্ঞাত রেখেছেন। অতএব না জেনে তাঁর সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা পোষণ করা অন্যায় হবে'।[২৬]

এই আলোচনা থেকে শায়খের 'তাওহীদ' বিষয়ে নিষ্ঠাবান আক্বীদা ফুটে উঠে। যে আক্বীদা ছাহাবীগণ হ'তে পরবর্তী সকল হকপন্থী আলেমের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং আছে।

*[চলবে]*

*২৪. আদ-দা'ওয়াহ পৃঃ ১৭। ২৫. সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান, পৃঃ ৩। ২৬ ও ২৭. আদ-দা'ওয়াহ।*

**গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**

# উচিত জবাব

*-সংকলনেঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস**

একবার এক নাস্তিক এক দরবেশের কাছে এসে চারটি প্রশ্নের জবাব জানতে চেয়ে বলল, আপনি যদি আমাকে এ চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন, তবে আমি মুসলমান হয়ে যাব। প্রশ্ন চারিটি হ'লঃ

(১) বলা হয় যে, আল্লাহ সকল জিনিষের উপর ক্ষমতাবান। যদি তাই হয়, তবে আমরা তাকে দেখতে পাই না কেন?

(২) না দেখেই আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করার কথা বলা হয় কেন?

(৩) ইবলীস তথা জিন জাতি আগুনের তৈরী। ওরা জাহান্নামের আগুনে কিভাবে পুড়বে? অর্থাৎ আগুনকে আগুন দিয়ে কিভাবে পোড়ানো যাবে?

(৪) বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। তাই যদি হয়, তবে মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পাবে কেন?

দরবেশ নাস্তিক লোকটির প্রশ্নগুলো শুনে কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে পার্শ্বে পড়ে থাকা একটি মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে ঐ নাস্তিক লোকটিকে ছুঁড়ে মারলেন। এতে লোকটির মাথায় আঘাত লেগে কেটে গেল। তখন দরবেশ বললেন, এ হচ্ছে তোমার চারটি প্রশ্নের জবাব।

অতঃপর মাটির ঢেলার আঘাতে আহত নাস্তিক লোকটি আদালতে গিয়ে কাযীর দরবারে দরবেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। কাযী ঐ দরবেশকে আদালতে হাযির করালেন। কাযী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনে দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এভাবে মারলেন কেন?'

উত্তরে দরবেশ বললেন, এ হচ্ছে তার চারটি প্রশ্নের সঠিক জবাব। এর দ্বারা তাকে আহত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ঢিল ছুঁড়ে কিভাবে প্রশ্ন চারটির জবাব দেওয়া হ'ল, এ রহস্য উদঘাটন করার অনুরোধ করা হ'লে দরবেশ বললেন, লোকটির প্রথম প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ সর্বশক্তিমান অথচ তাঁকে দেখা যায় না কেন? জবাব হ'লঃ ঢিলের আঘাতে এ ব্যক্তি ব্যথা পাওয়ার কথা বলছে। এর অস্তিত্ব কোথায়? ব্যথার যদি অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে তা দেখা যায় না কেন? ব্যথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যেমন তা চোখে দেখা যায় না, তেমনি আল্লাহ সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে চোখে দেখা যায় না।

তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ্‌কে না দেখে বিশ্বাস করব কেন?

চোখে না দেখে যদি ব্যথার কথা বিশ্বাস করা যায়, তবে আল্লাহ্‌কে না দেখে বিশ্বাস করায় কি অসুবিধা?

তার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল- শয়তান ও জিন আগুনের তৈরী হয়েও জাহান্নামের আগুনে পুড়বে কিভাবে? উত্তরঃ মানুষও মাটির তৈরী। মাটির তৈরী মানুষকে যদি মাটির ঢেলার আঘাতে ব্যথা দেওয়া যায়, তবে আগুনের তৈরী জিনকে

** প্রভাষক, নরসিংহপুর ফাযিল মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী।*

# মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে উছাইমীন (রহঃ)

(১৩৪৭-১৪২১ হিঃ/ ১৯২৭-২০০১ খৃঃ)

*- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব**

*(২য় কিস্তি)*

## শায়খ উছাইমীনের দু'টি ঘটনাঃ

(১) ঠাকুরগাঁওস্থ আল ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টারের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুযযাম্মিল হক্ব ছাহেব নিজ অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে বলেন, আমি ও আমার দুই বাংলাদেশী বন্ধু ১৯৯৩ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আল-ক্বাছীম প্রদেশের অন্তর্গত বুরাইদা ইসলামিক সেন্টারের আহ্বানে এক দাওয়াতী সফরে সেখানে গিয়েছিলাম। সপ্তাহব্যাপী সেখানে অবস্থানের এক ফাঁকে আমরা ৫০/৬০ কিঃমিঃ দূরে বিখ্যাত উনাইযা শহরে বেড়াতে যাই। শহরের বড় মসজিদে যোহরের জামা'আত শেষে আমরা উপস্থিত হই। অতঃপর শায়খ উছাইমীনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আছরের জামা'আত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকি। এরই মধ্যে একটি ঘটনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হ'ল এই যে, স্থানীয় একজন লোক মসজিদের কার্পেটের উপর কুরআন শরীফ রেখে পড়ছিল। তখন বাহির থেকে আসা একজন লোক তাকে নিষেধ করে এবং সজোরে থাপ্পড় মারে। তখন লোকটি বলে যে, ঠিক আছে শায়খ আসলে বিচার দিব। অতঃপর যথাসময়ে শায়খ এলেন ও আছরের ছালাতে ইমামতির পর মুছল্লীদের বক্তব্য শোনার জন্য বসলেন। এ সময়ে ঐ ব্যক্তি যেয়ে এ বিষয়ে নালিশ করলে তিনি উভয়পক্ষের কথা শুনলেন ও নালিশদাতা লোকটির দিকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। তখন ঐ লোকটি আগত লোকটির গালে পাল্টা এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিচার শেষ হল ও উভয়ে চলে গেল। এতে শায়খের ন্যায়নিষ্ঠা ও ঐ এলাকায় তাঁর বিশাল মর্যাদার কথা বুঝা যায়।

(২) নেপালের খ্যাতনামা আলেম আব্দুল মান্নান সালাফী স্বীয় নিবন্ধে উল্লেখ করেন, একবার আমি উনাইযার বড় মসজিদে শায়খের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। একদিন আছরের ইক্বামতের পূর্বে দেখলাম সাধারণ পোষাক পরিহিত সাধাসিধা ও বুযর্গ চরিত্রের একজন লোক মুছাল্লাতে যেয়ে দাঁড়ালেন। ইমামতি শেষে তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত দরস দিলেন। অতঃপর প্রশ্নোত্তরের পালা শুরু হল। বহু মুছল্লী টেপরেকর্ডার নিয়ে শায়খের কাছে যেয়ে ভিড় জমালো। শায়খ জবাব দিতে দিতে এক সময় উঠে দাঁড়ান ও বাসা অভিমুখে পায়ে হেটে চলতে থাকেন। প্রশ্নকারীদের ঢল তাঁর পিছে পিছে চলতে থাকে, যাদের মধ্যে সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন। বাড়ির গেইটে যেয়ে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন ও পরদিন আছরের পর উক্ত মসজিদে সাক্ষাত করতে বললেন। পরদিন আমি একই ভিড়ের মধ্যে পড়ে অসহায় বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু শায়খের সন্ধানী দৃষ্টি আমাকে ঠিকই খুঁজে নিল এবং নিজেই আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এর দ্বারা আমি শায়খের ব্যস্ততা যেমন দেখেছি। সাথে সাথে নতুন আগন্তুক কোন সাক্ষাত প্রার্থীকে নিজে থেকে খুঁজে নিয়ে কাছে ডেকে কথা বলবার দুর্লভ গুণও অবলোকন করেছি'।[১]

## তাক্বলীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরঃ

একবার মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের এক মজলিসে জনৈক ছাত্র প্রশ্ন করল, চার ইমামের যেকোন এক ইমামের অনুসরণ করা কি আমাদের উপর ওয়াজিব? জবাবে মজলিসে উপস্থিত শায়খ আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী সর্বপ্রথম এ বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। তবে অনেকের এ আলোচনা বুঝতে কষ্ট হলে শায়খ আব্দুল মুহসিন হামাদ আল-'আব্বাদ মাইক টেনে নিয়ে স্বীয় বক্তব্য পেশ করতে যেয়ে এক পর্যায়ে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক ওয়াজিবকৃত বিষয়গুলো যা তাঁর জীবদ্দশায় মানসূখ হয়নি, তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ওয়াজিব থাকবে। আবার রাসূল (ছাঃ)-এর যিন্দেগীতে যা ওয়াজিব ছিল না, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাকে কেউ ওয়াজিব করতে পারবে না'। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ আলোচনা শুনে শায়খ ইবনুল উছাইমীন ও আবুবকর আল-জাযায়েরী সহ সকলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে শায়খ ইবনুল উছাইমীন এ ব্যাপারে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করে তাঁর বক্তব্যকে আরো যুক্তিনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেন। এতে তাঁর ভক্তবৃন্দ যারপর নেই খুশী হন। সাথে সাথে ভিন্ন আক্বীদা পোষণকারীরাও বিষয়টিকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।[২]

পরবর্তীতে অন্য একসময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাবের উপর তা'লীম দানকারী শিক্ষকদের হুকুম কি? জওয়াবে তিনি বলেন,

'কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম আবু হানীফার মাযহাব প্রচলিত চার মাযহাবের একটি এবং সবচেয়ে মশহূর। কিন্তু এ কথা জানা প্রয়োজন যে, হক্ব এই চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আবার কোন মাসআলায় চার মাযহাবের ইমামদের ঐক্যমত উম্মতের ঐক্যমতের মানদণ্ড নয়। এমনকি যদিও তাঁরা যেকোন মাসআলার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণে বিশ্বাসী ছিলেন, তথাপি তারাও নিজেদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন এবং সকলকে সুন্নাতের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যে, তাঁদের

---

* *দাখিল ফলপ্রার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *মাসিক আস-সিরাজ ৭ম বর্ষ, ৮-৯ সংখ্যা,* জানু-ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৩২।
২. *আদ-দা'ওয়াহ পৃঃ ১৭।*

আনুগত্য কেবল ঐ বিষয়ে করা যেতে পারে, যে বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক হবে'।

তিনি আরো বলেন, যেহেতু ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমুখের মতামতের উপর একেকটি মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু তাঁদের মধ্যে ইজতিহাদী ভুল থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতএব তাঁদের মতামতের মূল ভিত্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আর এটাই আমাদের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে।

অতএব ঐ সকল শিক্ষকের উচিত, আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফিক্বহ পড়ানোর সময় ছহীহ হাদীছের খেলাফ কোন বিষয় পেলে তা বর্জন করা এবং দলীলকে ছাত্রদের নিকট তুলে ধরে হক্বকে গ্রহণের উপদেশ দেওয়া। একইভাবে 'রায়'-এর সাথে তাঁরা দলীল পেশ করবেন এবং দলীল অনুযায়ী আমল করার জন্য ছাত্রদের মানসিকতা তৈরী করবেন। আর যখন দলীল এবং আবু হানীফার রায় পরস্পর বিরোধী হবে, সেক্ষেত্রে আবু হানীফার রায় অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে'।

এভাবে তাক্বলীদের অসারতা প্রমাণ করে জ্ঞান জগতের এ দীপ্ত প্রতিভা মানুষকে প্রতিনিয়ত সুন্নাতের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। শায়খ যে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতেন। কখনই তিনি কারও মতের অন্ধ অনুসরণ করতেন না, যতক্ষণ না তাঁর উপর স্পষ্ট দলীল পেতেন। এমনকি তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর ২০টিরও অধিক মাসআলায় তিনি বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর الشرح الممتع এবং مجموع فتاوى গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[৩]

**লেখনীঃ**

শায়খ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ এবং বিভিন্ন মাসআলার উপরে শতাধিক ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রধান প্রধান বইগুলি নিম্নে বর্ণিত হ'ল।[৪]

(১) فتح رب البرية فى تلخيص كتاب الحموية
ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর আক্বীদা বিষয়ক গ্রন্থের ভাষ্য। এটিই শায়খ উছাইমীনের রচিত প্রথম গ্রন্থ।

(২) تفسير آيات الأحكام (অসম্পূর্ণ)।

(৩) شرح عمدة الأحكام (অসম্পূর্ণ)।

(৪) مصطلح الحديث

(৫) الوصول من علم الأصول

(৬) رسالة فى الوضوء والغسل والصلاة

(৭) رسالة فى كفر تارك الصلاة

(৮) مجالس شهر رمضان

(৯) الأضحية والذكاة

(১০) المنهج لمريد الحج والعمرة

(১১) تسهيل الفرائض

(১২) شرح لمعة الاعتقاد

(১৩) شرح عقيدة الواسطية

(১৪) عقيدة أهل السنة والجماعة

(১৫) القواعد المثلى فى صفات الله العليا وأسمائه الحسنى

(১৬) رسالة فى أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات

(১৭) تخريج أحاديث الروض المربع

(১৮) رسالة فى الحجاب

(১৯) رسالة فى الصلاة والطهارة لأهل الأعذار

(২০) رسالة فى مواقيت الصلاة

(২১) رسالة فى سجود السهو

(২২) رسالة فى أقسام المداينة

(২৩) رسالة فى وجوب زكاة الحلى

(২৪) رسالة فى أحكام الميت وغسله

(২৫) تفسير آية الكرسى

(২৬) نيل الأرب من قواعد ابن رجب

(২৭) أصول و قواعد نظم على بحر الرجز

(২৮) الضياء اللامع من خطب الجوامع

(২৯) الفتاوى النسائية

(৩০) زاد الداعية إلى الله عز وجل

(৩১) فتاوى الحج

(৩২) المجموع الكبير من الفتاوى (৪০ খণ্ডে সমাপ্ত)

(৩৩) حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة

(৩৪) الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه

(৩৫) من مشكلات الشباب

(৩৬) رسالة فى المسح على الخفين

(৩৭) رسالة فى قصر الصلاة للمبتعثين

(৩৮) أصول التفسير

(৩৯) رسالة فى الدماء الطبيعية

(৪০) أسئلة مهمة

৩. নূরে তাওহীদ পৃঃ ১৮-১৯।
৪. আর-রিবাত্ব পৃঃ ২১।

(৪১) الإبداع فى كمال الشرع وخطر الابتداع

(৪২) إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار

(৪৩) شرح أصول الإيمان

(৪৪) المفيد شرح كتاب التوحيد

(৪৫) الشرح الممتع

**লেখনীর বৈশিষ্ট্যঃ**

লেখনী ও গবেষণায় শায়খের এক ভিন্ন জগত ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণাধর্মী লেখনী তাঁকে বিশ্ব বিশ্রুত আলেমে দ্বীনে পরিণত করেছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ছোট ছোট প্রামাণ্য পুস্তিকা রচনা করতেন। কোন বিষয়ে তিনি অতি বৃহৎ ব্যাখ্যায় যেতেন না, আবার খুব কমও করতেন না। তাঁর মতামত ছিল এরূপ যে, 'এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সাধারণ মানুষের এত সময়-সুযোগ নেই যে, বড় বড় ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ গ্রন্থ পড়ে তা থেকে যথাযথ ফায়েদা হাছিল করবে। আর খুব কম মানুষেরই তো বড় বড় বই ক্রয়ের সামর্থ্য রয়েছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের এখন আর এমন ঝোঁক নেই যে, লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা করবে।' এজন্য তিনি বিভিন্ন শারঈ মাসআলার উপর ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করতেন সাধারণ মানুষের উপকারার্থেই।[৫] এভাবে তাঁর অধিকাংশ লেখনীই ছিল সংক্ষিপ্তাকারে পাঠকের বুঝার উপযোগী করে। এছাড়া বিভিন্ন বিতর্কিত মাসআলা-মাসায়েলে তিনি বিভিন্ন মাযহাবের কওলসমূহ একত্রিত করে তার মধ্যে একটিকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করার পর অগ্রগণ্য করতেন। সঊদী আরবে তাঁর এই নতুন ধারার রচনাবলী ওলামায়ে কেরাম এবং ছাত্রবৃন্দের নিকটে অতি জনপ্রিয় ছিল। তিনিই প্রথম এ ধারার প্রবর্তন করেন।[৬]

বিভিন্ন বিষয়ে তিনি হাযার হাযার ফৎওয়া প্রদান করেছেন। সেগুলোর সংকলন কাজ আপাততঃ চলছে। ইতিমধ্যে তাঁর অর্ধেক ফৎওয়া 'হজ্জ' অধ্যায় পর্যন্ত ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৭]

তাছাড়া শায়খের অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ইলম এবং ফৎওয়া সমূহ বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য সঊদী ইন্টারনেট একটি পৃথক ওয়েব সাইট চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।[৮]

**ছাত্রবৃন্দঃ**

তাঁর সারাটা জীবন শিক্ষকতা ও পঠন-পাঠনের উপর পরিচালিত ছিল। শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের এই চলার পথে তিনি যেমন শতাধিক পণ্ডিতের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তেমনি দেশে-বিদেশে তাঁর হাযার হাযার ছাত্র রয়েছে। যাদের সঠিক সংখ্যা নিরুপন করা কষ্টকর। ঐ সকল শিক্ষার্থী সত্যিকার অর্থেই তাঁর জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ স্বরূপ হয়ে থাকবেন।[৯]

**জিহাদের ক্ষেত্রে সহযোগিতাঃ**

শায়খ দুই হারাম শরীফে যখনই যেতেন, তখনই কাশ্মীর সহ বিশ্বের অপরাপর জিহাদে মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য দীর্ঘক্ষণ ধরে মহান আল্লাহ্র নিকটে কায়মনোচিত্তে দো'আ করতেন। তিনি তাদের জন্য শুধু দো'আ করেই ক্ষান্ত হতেন না। বরং বিভিন্ন প্রকার আর্থিক অনুদান দিয়েও তাদেরকে সহযোগিতা করতেন। একবার কাশ্মীরের কোন এক মুজাহিদ সংগঠনের আমীর মুজাহিদদের ব্যাপারে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং কাশ্মীর জিহাদের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তাঁর নিকট তুলে ধরেন। শায়খ মুজাহিদদের বিভিন্ন দুর্দশার খবর শুনে অত্যন্ত মর্মবেদনা অনুভব করেন এবং তাঁকে হাত ধরে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যান। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর হাতে ২৫ হাযার রিয়াল নিজ পকেট থেকে কাশ্মীর জিহাদের জন্য দান করেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন মুসলিম দেশে মুজাহিদদের জন্য বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা দান করেছেন।[১০]

**ফিক্বহী মাসআলা সমূহে শায়খের দৃষ্টিভঙ্গিঃ**

সঊদী আরবে ফিক্বহ বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয় তিন ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রে, যা নিম্নরূপঃ[১১]

**১মঃ মাযহাব ভিত্তিক মাদরাসাঃ** এই মাদরাসা বা শিক্ষাকেন্দ্র গুলি ব্যাপকভাবে ফিক্বহী উছূল ও তার শাখা-প্রশাখা সমূহের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলি সকল ক্ষেত্রে মাযহাবী কিতাবাদি ও তাদের ইমামদের কওলকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অনেক বিষয়ে তারা হাদীছের উপরে ইমামদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেয় এবং ইমামদের কওলের উপর মাসআলা ইসতিম্বাত্ব করে থাকে। মাযহাব ভিত্তিক এ মাদরাসা গুলি স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। হাম্বলী মাযহাবের মাদরাসা গুলি নাজদে এবং অন্যান্য মাযহাবের মাদরাসাগুলি হিজায, আসীর এবং আহসা প্রদেশে বিস্তার লাভ করেছে।

**২য়ঃ মাদরাসায়ে আহলেহাদীছঃ** এ মাদরাসাগুলি শুধুমাত্র হাদীছ ভিত্তিক তথা হাদীছ মুখস্ত করা, তার গবেষণা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তা হৃদয়ঙ্গম করা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ মাদরাসা গুলিতে ফিক্বহী মাসআলা এবং মাযহাবী আলেমদের কওলকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাছাড়া সাথে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করাকে তারা খুবই ঘৃণার চোখে দেখেন। যদিও তাদের অধিকাংশই যাহেরী মাযহাবের দলভুক্ত হয়ে পড়েছেন।

*[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]*

---

*৫. আদ-দা'ওয়াহ পৃঃ ১৭।*
*৬. আর-রিবাত্ব পৃঃ ১৮।*
*৭. পূর্বোক্ত।* *৮. পূর্বোক্ত।*
*৯. আদ-দা'ওয়াহ পৃঃ ১৭।*
*১০. পূর্বোক্ত।* *১১. আর-রিবাত্ব ৪৯ সংখ্যা পৃঃ ১৭।*

# মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে উছাইমীন (রহঃ)

(১৩৪৭-১৪২১ হিঃ/ ১৯২৭-২০০১ খৃঃ)

*- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব**

*(শেষ কিস্তি)*

**৩য়ঃ মধ্যপন্থী মাদরাসাঃ** এ সমস্ত মাদরাসা উপরোক্ত মাদরাসা দ্বয়ের সঠিক বা গ্রহণীয় অংশগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ সময় তাঁরা হাদীছের দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। আবার একই সময় তাঁরা মাযহাবের ফক্বীহদের মতামত থেকেও ফায়েদা গ্রহণ করে থাকেন। শায়খ ইবনুল উছাইমীন ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূর্ত প্রতীক। যদিও তিনি কখনো নিজেকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলতেন। যেমন তিনি তাঁর الشرح الممتع গ্রন্থে বলেন, "ذكر بعض أصحابنا..." ('আমাদের কোন কোন নেতা বর্ণনা করেছেন') হয়তবা এটা তাঁর পূর্ব পুরুষগণ হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, সেকারণে বলেছেন। কিন্তু যে সমস্ত মাযহাবী সিদ্ধান্ত শারঈ দলীলের বিপরীত হ'ত, তার অনুসরণকে তিনি হারাম বলে মনে করতেন। সাথে সাথে শারঈ দলীল অনুসরণের তাকীদ দিতেন। তাঁর বিভিন্ন ফৎওয়া, বই ও বক্তৃতায় এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। যেমন তিনি তাঁর الشرح الممتع গ্রন্থে বলেন, 'মহান আল্লাহ্র প্রতি একান্ত নিষ্ঠা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত ইবাদত কবুল হয় না। আর রাসূলের অনুসরণ নিশ্চিত হবে না, যতক্ষণ না তা ছয়টি বিষয়ে শরী'আতের অনুকূলে হয়। আর তা হ'লঃ (১) সাবাব বা কারণ (২) জিন্স বা প্রকরণ (৩) ক্বাদার বা ক্ষমতা (৪) কায়ফিয়াত বা পরিস্থিতি (৫) যামান বা সময় (৬) মাকান বা স্থান। অতএব ইবাদত কবুল হবে না যতক্ষণ না দলীলটি উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের অনুকূলে হবে। আর এই দলীলকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই তিনি শতাধিক মাসআলায় হাম্বলী মাযহাবের বিরোধিতা করেন। যাতে তাঁর তাক্বলীদ বিরোধী আচরণ পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে। এমনকি শুধু طهارة বা 'পবিত্রতা' বিষয়েই তিনি ৮৯টি স্থানে হাম্বলী মাযহাবের বিরোধী সমাধান দিয়েছেন।

**ইলমী গভীরতা অর্জনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রভাবঃ**

(১)ইলমে **ফিক্বহের প্রভাবঃ** তিনি সর্বপ্রথম প্রখ্যাত ফক্বীহ আব্দুর রহমান আস-সা'দীর নিকটে ইলমে ফিক্বহ শিক্ষা করেন। যিনি উছূলে ফিক্বহ, ফিক্বহ এবং উছূলে তাফসীরের একজন সুদক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। এ সমস্ত বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হ'ল "طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول" যাতে তিনি ১০১৬ টি ইলম অর্জনের নীতিমালা আলোচনা করেছেন। এ সমস্ত যুক্তিনির্ভর ফিকহী গ্রন্থের বিরাট একটা প্রভাব পড়েছিল শায়খের উপর। এজন্য শায়খ বিভিন্ন সময় ফৎওয়া এবং ব্যাখ্যাদান এবং উদাহরণ প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতেন। যার স্বীকৃতি তিনি নিজেও দিয়েছেন।

(২) **ইলমে হাদীছের প্রভাবঃ** তাঁর ইলম অর্জনে শায়খ ইবনে বাযের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বিশেষভাবে হাদীছের ইল্ম অর্জনে তাঁর মাধ্যমে তিনি দারুণভাবে প্রভাবান্বিত হন।

(৩) **উস্তাদ-শিষ্যের প্রভাবঃ** শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িমের লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের প্রতি শায়খের বিরাট আকর্ষণ ছিল। জগদ্বিখ্যাত এই আলেম দ্বয়ের বেশ কয়েকটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা তিনি লিপিবদ্ধ করেন। বিভিন্ন সময় কোন বিষয়কে দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করা,সঠিক আক্বীদা পেশ, বিভিন্ন ফিরকার বক্তব্য খন্ডন, শারঈ বিষয়গুলি বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও তার মূলনীতির উপর পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই দু'জন মনীষীর নীতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করতেন। যা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে, বক্তব্যে ও দারসে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

(৪)ইলমে **উছূলে ফিক্বহের প্রভাবঃ** ফিক্বহী মূলনীতি বিষয়ে শায়খ বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করেন। দরস ও ফৎওয়া দানে তিনি এই মূলনীতি সমূহের অনুসরণ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হ'লঃ

"الوصول من علم الأصول"

(৫) **আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবঃ** আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এই বিদগ্ধ পন্ডিত বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এ ক্ষেত্রে তার উপর আরবী ব্যকরণের প্রভাব ছিল খুবই বেশী। এ বিষয়ে তিনি এত পারদর্শিতা অর্জন করেন যে, "ألفية ابن مالك" গ্রন্থটিকে এক জালসায় হরকতযুক্ত করার মত কঠিন কাজ অতি দক্ষতায় তিনি সম্পন্ন করেন। আর এ সকল বিষয়ে অভাবনীয় সফলতা অর্জন সত্যিই যেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয্কস্বরূপ তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[১২]

**বাদশাহ্ ফয়ছল পুরস্কার লাভঃ**

শিক্ষাদান,গবেষণা ও লেখনীতে অতুলনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সঊদী আরব সরকার কর্তৃক ১৯৯৪ সালে তিনি 'বাদশাহ ফয়ছল এওয়ার্ড' লাভ করেন।[১৩]

**জীবন সায়াহ্নেঃ**

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে জ্ঞানের এ দীপ্ত শিখা ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। তবুও তিনি অবিচলিত থেকে পাঠদান, বক্তৃতা প্রদান এবং "نور على الدرب" নামক বেতার প্রোগামে জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে সচেষ্ট থাকতেন।[১৪] এক সময় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে

---

* *দাখিল ফলপ্রার্থী (বর্তমানে আলিম ১ম বর্ষ), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১২. *পূর্বোক্ত।*
১৩. *আস-সিরাজ (নেপাল), জানু-ফেব্রু সংখ্যা ২০০১, পৃঃ ৩২।*
১৪. *আল-ফুরক্বান, পৃঃ ৩।*

http://islaminonesite.wordpress.com

তাঁকে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশেষে ১৪.১০.১৪২১ হিঃ মোতাবেক ১০ই জানুয়ারী ২০০১ইং তারিখ বুধবার মাগরিবের ছালাতের পর ৭৪ বছর বয়সে জেদ্দা মহানগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারিত হয় এবং সঊদী আরবের সকল মসজিদে তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠানের জন্য রাজকীয় ফরমান জারি করা হয়।[১৫]

তাঁর ছালাতে জানাযা পরদিন ১১ই জানুয়ারী ২০০১ইং আছরের ছালাতের পর মাসজিদুল হারামের বিশাল আঙিনায় কা'বা-র ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইলের ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাযার হাযার গুণগ্রাহী, শুভাকাংখী ও ছাত্রবৃন্দ সমবেত হন। এছাড়া সরকারী নেতৃবৃন্দ যেমন- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফ বিন আব্দুল আযীয, স্ট্রাটেজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান মামদূহ বিন আব্দুল আযীয, আল-ক্বাছীমের মেয়র ফয়ছল বিন বানদার বিন আব্দুল আযীয, জেদ্দা শহরের প্রশাসক **মাশ'আল** বিন মাজিদ বিন আব্দুল আযীয এবং খ্যাতনামা **ওলামায়ে কেরাম**, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলগণ ও সামরিক **কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত** ছিলেন। তাঁর জানাযায় ৫ লক্ষাধিক **মুছল্লী অংশগ্রহণ** করেন বলে অনুমান করা হয়। পরিশেষে **মক্কার** "العدل" নামক কবরস্থানে তাঁর শিক্ষক শায়খ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বাযের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১৬]

## উত্তরাধিকারী বৃন্দঃ

শায়খ উছাইমীন মৃত্যুকালে ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা রেখে যান। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে আব্দুল্লাহ *(মালিক সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত)*, নক্বীব ইবরাহীম *(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত)*, নক্বীব আব্দুল আযীয *(ক্বাছীম প্রদেশের বুকাইরিয়া পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত)*, নক্বীব আব্দুর রহমান *(ক্বাছীমের সরকারী কারিগরী ইনষ্টিটিউটে কর্মরত)*, নক্বীব আব্দুর রহীম *(ক্বাছীম-এর সঊদী এয়ারপোর্টে কর্মরত)*।

রিয়াদের মালিক সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়্যারম্যান ডঃ আব্দুল্লাহ শায়খ উছাইমীনের সহোদর ভাই। যিনি সঊদী আরবের মজলিসে শূরার সদস্য এবং বাদশাহ ফয়ছল আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান কমিটির সাধারণ সম্পাদক। তাঁর অপর ভাই শায়খ আব্দুর রহমান, যিনি মালিক আব্দুল আযীয বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগের প্রধান। তাঁর একমাত্র বোন চাচাতো ভাই শায়খ মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান বিন উছাইমীনের স্ত্রী।[১৭]

## মৃত্যু পূর্বকালীন অছিয়তঃ

শায়খ ইবনুল উছাইমীন রাষ্ট্রের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে মৃত্যুপূর্ব কালীন যে শেষ অছিয়ত করে যান, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ[১৮]

তিনি বলেন, (১) মুসলমান হিসাবে প্রত্যেকেরই উচিত, তাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্র পরিচিতি পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ সমূহ থেকে জেনে নেওয়া ও তার প্রতি প্রগাঢ় মহব্বত এবং তাঁর মহত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখা। মুসলমান হিসাবে সবচেয়ে যরূরী বিষয় হ'ল নিজেদের অন্তরে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অন্য কারও মহব্বত স্থান না দেওয়া।

(২) মুসলমানদের উচিত প্রত্যেক সৃষ্টির উপর আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (ছাঃ)-কে অগ্রাধিকার দেওয়া। তাঁর কথা-বার্তা, ক্রিয়াকলাপ ও মৌন সম্মতিকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কথা-কর্ম ও ক্রিয়াকলাপের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া। সাথে সাথে তাদের উচিত তাদের পথ প্রদর্শক শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাত তথা আদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা এবং এর বিরুদ্ধাচারণ কারীদের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

(৩) পৃথিবীর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে বৈষয়িক কর্মকাণ্ডে বেশী আকৃষ্ট না থেকে মহান আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার জন্য নিয়মিত ইশরাক্বের ছালাত, ক্বিয়ামুল লায়ল তথা তাহাজ্জুদের ছালাত এবং রাতের শেষ ছালাত বিতরের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া। কেননা ক্বিয়ামুল লায়ল হ'ল দো'আ কবুলের শ্রেষ্ঠ সময়। তাছাড়া তিনি প্রতিদিন সকালে ১০০ বার "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شيئ قدير" দো'আটি এবং সকাল-সন্ধ্যায় অন্যান্য দো'আগুলি নিয়মিত পাঠ করার অছিয়ত করে যান।

(৪) তিনি বলেন, (ক) ইল্ম অর্জনের পথে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন হিফয করতে হবে। সাথে সাথে তার অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে হবে এবং যথাযথভাবে তার উপরে আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে।

(খ) ছহীহ হাদীছ থেকে সাধ্যমত মুখস্ত করার চেষ্টা করতে হবে এবং তার শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

(গ) দ্বীনী ইল্ম অর্জনের পথে শিক্ষক এবং অপরাপর ভাই ও প্রিয়জনদের সাথে সদ্ভাব দৃঢ় করতে হবে।

## বিশ্বব্যাপী শোকের ছায়াঃ

নশ্বর এই পৃথিবীতে জন্ম নিলে মৃত্যু অবধারিত হলেও জ্ঞানের কোন মৃত্যু নেই। তবুও শায়খের মৃত্যুতে সাময়িকভাবে হলেও জ্ঞান সাগরের স্রোতের গতি যেন শ্লথ হয়ে পড়ে। সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর ভক্তবৃন্দ প্রিয়জন হারানোর বেদনায় শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববরেণ্য নেতৃবৃন্দের যেসব শোকবার্তা প্রকাশিত হয়েছে তার কিছু কিছু নিম্নে বর্ণিত হ'লঃ

(১) সঊদী আরবের খ্যাতনামা বিদ্বান **শায়খ ডঃ ছালিহ বিন গানিম আস-সাদলান** বলেন, বিশ্ব বরেণ্য নেতা শায়খ উছাইমীনের মৃত্যু আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে গভীর হতাশা এবং ক্ষতিতে নিমজ্জিত করেছে। তিনি তাঁর ফাৎওয়া সমূহে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে দলীল পেশ করে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি

---

*১৫. আর-রিবাত্ব, পৃঃ ১৯।*
*১৬. পূর্বোক্ত।*
*১৭. আর-রিবাত্ব।*
*১৮. আদ-দা'ওয়াহ, পৃঃ ১৭।*

http://islaminonesite.wordpress.com

ইল্‌মের খেদমত ও তার প্রসারে ব্যয় করেন। তিনি ছাত্রদের নিকট সঠিক পথের অনুসারী, মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী এবং আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দাতা হিসাবে আদর্শ স্থানীয় হিসাবে পরিণত হয়েছিলেন। আমরা এই প্রার্থনা করছি যেন আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন, তাঁর মর্যাদাকে সুমন্নত করেন এবং তাঁর জ্ঞান দ্বারা যেন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হন। বিশেষ করে তাঁর লেখনী, দরস এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সমূহের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যেন যথাযথ উপকার পায়। তিনি এমনই এক সঞ্চিত সম্পদ ছিলেন যার প্রতি আগ্রহী হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকটে এই দো'আ করি যেন তাঁর ইলমী খেদমত তাঁর মীযানে সংযুক্ত হয় এবং তাঁর মর্যাদাকে আরো উচ্চস্তরে উন্নীত করে।[১৯]

(২) অন্যতম খ্যাতিমান বিদ্বান **শায়খ দাউদ আল-'আস'উসী** বলেন, শায়খ জ্ঞানের এমনই এক বারিধারা স্বরূপ ছিলেন যে, তিনি যেখানেই অবস্থান করতেন সেখানেই যেন উপকারিতার নহর বয়ে যেত। সত্যিই তাঁর মৃত্যুতে আমরা যেন জ্ঞানের সেই বৃষ্টিধারাকে হারিয়ে ফেললাম।[২০]

(৩) কুয়েতের বিখ্যাত আলেম **শায়খ আবদুর রহমান আবদুল খালেক্ব** বলেন, আমি তাঁকে আখেরাতের একজন আলেম হিসাবে দেখেছি। তাঁর মৃত্যুর ফলে সালাফে ছালেহীনের শেষ দেউটি যেন নিভে গেল'

(৪) ভারতের খ্যাতনামা আলেম মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর সাবেক আমীর **শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী** তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, শায়খ উছাইমীন ইলমের এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ ছিলেন যার বিকীর্ণ আলোকরেখা সর্বদা হেদায়াতের বিকশিত রাস্তায় পথপ্রদর্শন করত। তিনি বলেন, তিনি জ্ঞানের এমনই বিরল প্রতিভাধর আলিম ছিলেন যে, তা পরিমাপ করার মত মানুষ সমকালীন বিশ্বে খুব কম সংখ্যকই আছেন।[২১]

(৫) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সঊদী আরবের মুফতীয়ে 'আম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খ-এর নিকট প্রেরিত এক বার্তায় বলেন, রাজকীয় মেহমান হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে গত বছর ২০০০ সালে হজ্জের সময় নির্ধারিত কয়েকটি অনুষ্ঠানের বক্তৃতায়, প্রশ্নোত্তরে এবং শায়খের তাঁবুতে গিয়ে মুখোমুখি আলোচনায় তাঁর গভীর বিদ্যাবত্তা ও সরলতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই সাথে বর্তমানে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট বিভিন্ন বাতিল আক্বীদা বিষয়ে শায়খের হুঁশিয়ারী এবং এ সবের প্রতিরোধ ও ছহীহ আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে হক্বপন্থী ওলামায়ে কেরামের প্রতি তাঁর আন্তরিক আহ্বান আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি'।

(৬) পাকিস্তানের মারকায দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদের আমীর **প্রফেসর হাফেয মুহাম্মাদ সাঈদ** বলেন, শায়খ উছাইমীন হাতে গণা সেই দুর্লভ আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি ইলমী ও সামাজিক খিদমতে নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি কাশ্মীরের মযলূম মুসলমানদের স্বার্থে সদা সোচ্চার ছিলেন'।[২২]

তাঁর মৃত্যুতে আরো যারা শোকবার্তা প্রেরণ করেন তাঁরা হ'লেন মসজিদুল হারামের খত্বীব আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আযীয আস-সুদাইস, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদীর ডঃ ছালেহ বিন আব্দুল্লাহ আল 'আবূদ, هيئة كبار العلماء-এর সদস্য শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-বাসসাম, কুয়েতের جمعية إحياء التراث الإسلامي-এর ফৎওয়া বোর্ডের সদস্য শায়খ নাযিম আল-মিসবাহ, মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা উসতায শায়খুল জামে'আহ সৈয়দ মুহাম্মাদ ত্বানত্বাভী ও মুদীর শায়খ আহমাদ উমার হাশেম প্রমুখ।[২৩]

**যবনিকাঃ**

জনৈক কবি সত্যই বলেছেনঃ

الأرض تحي إذا ما عاش عالمها +
متي يمت عالم منها يمت طرف
كالأرض تحي إذا ما الغيث حل بها +
وإن أبي عاد في أكنافها التلف

'পৃথিবী নিরাপদে থাকে যতক্ষণ তার উপর জ্ঞানী ব্যক্তির পদচারণা থাকে। আর যখন জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তখন সে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে'।

'যেমন একটি শুষ্ক মৃতপ্রায় ভূমিতে যখন বৃষ্টি পতিত হয়, তখন সে জীবিত হয়ে প্রাণের ধারক হয়ে যায়। আর যখন এর বিপরীত ঘটে, তখন তার পরতে পরতে ধ্বংসের বিস্তৃতি ঘটে।'

সত্যিই এই ধূলিধরায় প্রকৃত ইলমের বারিধারা স্বরূপ ছিলেন শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে উছাইমীন (রহঃ)। তিনি এ জগতে আর নেই। তবুও আমরা কামনা করব তাঁর ইলমী সুধারসে সিক্ত হয়ে যেন আমরা মহান আল্লাহ অর্পিত দ্বায়িত্ব সমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি বিশ্ববরেণ্য কয়েকজন বিদ্বানের সাম্প্রতিক মৃত্যু বরণের পরও তাঁদের রেখে যাওয়া ইলমী ভান্ডারের মাধ্যমে তাঁদের হারানোর ক্ষতিকে পুষিয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র অহি-র ঝাণ্ডাকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সমুন্নত করার তাওফীক এনায়েত করেন। আমীন!

---

১৯. আল-ফুরক্বান ১৩০তম সংখ্যা, পৃঃ ৩।
২০. প্রাগুক্ত। ২১. প্রাগুক্ত।
২২. রিবাত্ব ৪৯ সংখ্যা পৃঃ ১৬। ২৩. প্রাগুক্ত।

http://islaminonesite.wordpress.com